‘আইয়ুহাল ওয়ালাদ’ গ্রন্থের অনুবাদ

ইমাম গাযালীর চিঠি

মহিউদ্দিন রূপম
অনূদিত

অনুবাদ
মহিউদ্দিন রূপম

বানান
মাকামে মাহমুদ

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

ইমাম গাযালীর
চিঠি

ওয়াফি পাবলিকেশন

ইমাম গাযালীর চিঠি

গ্রন্থস্বত্ব © ওয়াফি পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা সংস্করণ
মার্চ, ২০২১

www.wafipublication.com
+880 1741 992 664

ISBN : 978-984-95013-6-7

অনলাইন পরিবেশক: www.wafilife.com

মূল্য : ৮২ টাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক, ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Imam Gazalir Chiti by Imam Gazali, translated by Mohiuddin Rupom, published by Wafi Publication of Bangladesh.

ওয়াফি পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নিচ তলা, প্রথম গলি, প্রথম দোকান।
বাংলাবাজার, ঢাকা

শুরুতে

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সত্তায় অতুলনীয়, এক ও অদ্বিতীয়, আসমান-জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি সকলের রিজিক বণ্টনকারী, যার অনুমতি বিনা টিকে থাকতে পারে না জগতের একটি জীবনও। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বের আলো, আর-রহমানের প্রেরিত রহমত, মুমিনদের প্রাণপ্রিয় মহামানব মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের ওপর।

একটা সময় ছিল, যখন মনের ভাব আদান-প্রদানের সেরা মাধ্যম ছিল চিঠি। তখন ফেসবুক ছিল না, ছিল না ৪জি-৫জি গতির ইন্টারনেট সেবা কিংবা স্মার্টফোন। সে সময়ের মানুষ অধীর অপেক্ষায় থাকত কবে আসবে কাঙ্ক্ষিত চিঠি। সেই যুগে চিঠিই ছিল বিশ্বস্ত সংবাদ-দাতা, নির্ভেজাল উপদেশ দানকারী বক্তা এবং অজানা তথ্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা; আবার কারও জন্য মনের খাতা।

আপনার হাতে থাকা বইটি এমনই কিছু চিঠির সংকলন। প্রিয় ছাত্রের প্রতি এক ইমামের চিঠি। আধ্যাত্মিক জগতের ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী (রহ.) তাঁর এক প্রিয় ছাত্রের প্রত্যুত্তরে এই চিঠিগুলো লিখেছিলেন। খুব কাছের ছাত্র। ইলমের খোঁজে দীর্ঘদিন ইমামের সান্নিধ্যে ছিল সে এবং শিখে নিয়েছিল ইলমের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়াদি। একদিন ছাত্রের মনে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা উদয় হলো। মনে মনে সে নিজেকে বলে উঠল, 'জীবনে তো কম বই পড়লাম না! কত বিষয়েই তো পাণ্ডিত্য অর্জন করেছি! ক্ষণিকের এই জীবনের সিংহভাগ সময়ই কেটে গেছে এসব শিখতে শিখতে। কিন্তু কাল আখিরাতে এগুলো আমার কোনো কাজে আসবে কি? যদি

আসে, তাহলে কতটুকু আসবে? পারবে কি আমার অন্ধকার কবরে আলো জ্বেলে দিতে? হাশরের ময়দানে আমার সঙ্গী হতে? পুলসিরাতের পিচ্ছিল পথ পার করিয়ে দিতে? জান্নাতের অনাবিল ভুবনে পৌঁছে দিতে?' এভাবে একের পর এক প্রশ্ন উদয় হতে থাকল তার ভেতর। নিজেকে বলে উঠল, 'আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তো সব সময় উপকারী জ্ঞান চেয়ে দুআ করেছেন এবং এমন জ্ঞান থেকে পানাহ চেয়েছেন, যে জ্ঞান কোনো কাজে আসবে না।'

প্রশ্নগুলো তাকে ক্রমে অস্থির করে তুলছিল। পরিশেষে কোনো উপায়ান্ত না পেয়ে প্রিয় উস্তাদের দ্বারস্থ হলো সে। ঝটপট লিখে ফেলল প্রশ্নগুলো, যদিও জানত এর অধিকাংশ উত্তরই উস্তাদের 'ইহইয়া উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে এসে গেছে। কিন্তু সে আরও খাস উত্তর আশা করছিল, যাতে তার শঙ্কা কেটে যায় এবং ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হয়।

ইমাম গাযালী প্রত্যুত্তরে যে চিঠি লিখেছেন, তা ছিল বিস্ময়কর! অল্প কথায় এত গভীর এবং গোছালো উপদেশ খুব কম উস্তাদই তার ছাত্রকে দিতে পারে। এখানে উঠে এসেছে চব্বিশটি যুগান্তকারী উপদেশবাণী, যা যুব সমাজের জন্য অত্যন্ত উপকারী। পাঠক যে স্তরেরই হোক না কেন, এখানে সে খুঁজে পাবে হিদায়াতের আলোকবর্তিকা, প্রিয় বাবার ছায়া, আদর্শ শিক্ষকের দয়ার পরশ। আমার বিশ্বাস, দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে এবং ফিতনার স্রোতে টিকে থাকতে এগুলো মজবুত খুঁটির মতো কাজে দেবে ইনশা আল্লাহ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি প্রতিটি অধ্যায়কে স্বতন্ত্র চিঠিতে রূপ দিতে। ভাষার দিক থেকে ভাবানুবাদের পথে হেঁটেছি। শুরুর দিকের কিছু অধ্যায় বেশ সংক্ষিপ্ত ছিল। দেখা গেছে একটি উক্তি দিয়েই পুরো অধ্যায় সমাপ্তি টেনেছেন লেখক। তাই ব্যাখ্যাস্বরূপ আমার তরফ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা যুক্ত করে দিয়েছি সেসব অধ্যায়ে। এ ছাড়া বাকি অধ্যায়গুলোতে প্রয়োজনীয় টীকা ও তথ্যসূত্র যুক্ত করে দিয়েছি, যাতে উপদেশগুলো হৃদয়গ্রাহী হয় এবং আল্লাহর অনুমতিতে পাঠকের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দ্বিতীয়ত, মূল আরবি বই থেকে প্রশ্নকারী সেই ছাত্রের নাম জানা যায়নি। তাই আমি বোঝার সুবিধার্থে ইমাম গাযালীর অন্যতম ছাত্র আবু নাসর

আহমাদ-কে প্রাপক হিসেবে চয়ন করেছি। আশা করি এতে চিঠির কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পাঠকদের সুবিধা হবে ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে রবের নিকট আর্জি জানাই, তিনি যেন আমার এই অনুবাদকর্ম কবুল করে নেন, এতে ইখলাসের ত্রুটি থাকলে সেজন্য যেন আমাকে পাকড়াও না করেন, এর ভেতরে থাকা প্রতিটি উপদেশ সবার আগে আমার জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করেন এবং এই গ্রন্থ দ্বারা কেউ উপকৃত হলে আমাকে যেন এর উছিলায় কাল হাশরের ময়দানে মাফ করে দেন। আর বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত প্রকাশক, ডিজাইনার, ছাপার দায়িত্বে থাকা ভাইয়েরা এবং নিজের প্রাপ্য সময় ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তাকারী আমার প্রিয় আহলিয়া—সবাইকে কিয়ামতের দিন রবের ছায়ায় আশ্রয় দান করুক।

মহিউদ্দিন রূপম
mohiuddinrupom1415@gmail.com
০৪.৩.২০২১ ইং

সূচিপত্র

আসমানি বার্তা । ০৯
সময় । ১০
জ্ঞান । ১১
আল্লাহর দয়া । ১৩
মূল্যায়ন । ১৬
নিয়ত । ১৮
মৃত্যু । ১৯
কপটতা । ২০
আমল । ২১
কবর । ২২
ঘুম । ২৩
যিকির । ২৫
তাহাজ্জুদ । ২৬
আনুগত্য । ২৭
শরীয়ত । ২৭
আক্বীদাহ । ২৯
সোহবত । ৩০
আধ্যাত্মিক শিক্ষক । ৩৩
স্মরণিকা । ৩৭
মূলনীতি । ৩৮
উৎসর্গ । ৩৯
দাওয়াহ । ৩৯
চিন্তা-ফিকির । ৪৮
দুআ । ৪৯

আসমানি বার্তা

প্রিয় আহমাদ,

উস্তাদ হিসেবে আমি তোমার জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে একটাই আর্জি জানিয়েছি, তিনি যেন তোমাকে এমন একটি সুদীর্ঘ জীবন দান করেন, যে জীবনে তুমি হবে তাঁর একনিষ্ঠ বান্দা, তাঁর একনিষ্ঠ খাদেম। আর তোমাকে সে বান্দাদের সরল পথের দিশা দেন, যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং তিনিও তাদের ভালোবাসেন। বাবারে, সত্যিকারের উপদেশ পেতে চাইলে আল্লাহর কালাম এবং নবীজির সুন্নাহর বিকল্প নেই। এ দুটো থেকে তোমার কাঙ্ক্ষিত উপদেশ যদি পেয়ে যাও, তাহলে আর কীসের উপদেশ প্রয়োজন আছে বলো? আর যদি খুঁজে না পাও তাহলে আমাকে বলো, বিগত বছরগুলোতে তুমি ইলমের পিছু ছুটে কী-ই-বা লাভ করতে পেরেছ?

ইতি
তোমার প্রিয় উস্তাদ,
আবু আহমাদ আল-গাযালী

সময়

আমার প্রিয় ছাত্র,

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিমদের অসংখ্য উপদেশ দিয়ে গেছেন। সেসব নববি বাণীর ভেতর রয়েছে: 'আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে পরিত্যাগ করার একটি আলামত হলো, সে নিজেকে অহেতুক কাজে ব্যস্ত রাখে।' [১] অর্থাৎ এমন সে এমন কাজ করে, যেখানে তার পরকালীন কিংবা জাগতিক কোনো উপকার নেই। হায়, এমন কত কাজই না আমরা করছি, যেখানে উদ্দেশ্য থাকে স্রেফ মনের খায়েশ পূরণ করা! জীবন বড়ই দামি, তার চেয়ে বেশি দামি শত ব্যস্ততার ভিড়ে পাওয়া অবসর সময়টুকু।

হাদীসে এসেছে: 'ব্যক্তি যখন এমন কাজে জীবনের একটি ঘণ্টা ব্যয় করল, যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি, কিয়ামতের দিন তার হতাশার অন্ত থাকবে না।'[২] আল্লাহু আকবার! কতই না ভয়াবহ কথা! মৃত্যুর পর সবাই আফসোস করে। নেককার আফসোস করে, 'হায়, আমি যদি আরও কিছু আমল করার সুযোগ পেতাম!' আর বদকার আফসোস করে, 'হায়, আমি যদি আমার গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারতাম!'

এজন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ধমকের সুরে বলে গেছেন, 'যার জীবনের চল্লিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও তার পুণ্যকর্ম বদকর্মকে অতিক্রম করতে পারেনি, সে যেন নিজেকে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত রাখে।' [৩]

---

১. হিলইয়াতুল আওলিয়া (১০/১৩৪)

২. তারিখ দিমাশক (১২/১৪৩)

৩. ফিরদাউস (৫৫৪৪), আস-সিলাহ (২/৫৫২)

কাজেই সময় থাকতে জীবনকে কাজে লাগাও। ক্ষণিকের এই জীবন হেলায় নষ্ট করো না। অবসরকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ব্যয় করো। তবে সত্যিকারের সফল তো তারাই, যারা প্রতিটি কাজে দাসত্বের ছাপ রেখে যায় এবং দুনিয়া দিয়ে আখিরাতের সওদা করে।

জ্ঞানীদের জন্য এই উপদেশই যথেষ্ট।

ইতি
তোমার প্রিয় উস্তাদ,
আবু আহমাদ আল-গাযালী

আহমাদ,

মানুষকে উপদেশ দেওয়া সহজ। কঠিন হচ্ছে উপদেশ মেনে নেওয়া। যারা নফসের তাঁবেদারি করে, যা-মনে-চায় জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের জন্য এটি একটি তিক্ত বিষয়। অন্তরের অন্তস্তল থেকে তারা নিষিদ্ধ কাজগুলো ভালোবাসে, নিষিদ্ধ কাজে মজা খোঁজে। দ্বীনের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনে ব্যস্ত ছাত্রদের সাথে বিষয়টি এক দিক দিয়ে অধিক মানানসই; বিশেষ করে যারা মনুষ্য উন্নতি এবং জগতের কল্যাণে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ হয়েছে। তাদের অনেকে মনে করে পরকালে রক্ষা পেতে ইলমের পাহাড়ই যথেষ্ট, আমলের প্রয়োজন নেই। মজার বিষয় হলো, বিভ্রান্ত দার্শনিকদের বিশ্বাসও এরকম।